দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সংখ্যা : সেপ্টেম্বর/২০২০ আশ্বিন/১৪২৭, বর্ষ : ৩, পৃষ্ঠা : ১৬, রেজিস্ট্রেশন : প্রক্রিয়াধীন

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

"জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় আমরা সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছি"

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা**

২০ মে ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন "জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় আমরা সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছি"। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যে আম্ফান মোকাবেলার উল্লেখ করে তিনি দুর্যোগ মোকাবেলায় তাঁর সরকারের বিভিন্ন সফল পদক্ষেপ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অর্জনের বিষয়টি তুলে ধরেন। এ সময় সফলভাবে আম্ফান মোকাবেলায় ভূমিকা রাখায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান'

চলতি বছরের ১৪ মে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় একটি সুস্পষ্ট লঘুচাপ সৃষ্টি হয়। ১৫ মে এটি নিম্নচাপে পরিণত হয়ে উত্তর-পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১৬ মে নিম্নচাপটি একটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। ১৭ মে এটি সাইক্লোন এবং ১৮ মে সুপার সাইক্লোনে রূপ নেয়। এ অবস্থায় দেশের পায়রা, মংলা সমুদ্রবন্দরকে চার নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত ও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়। ১৯ মে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' উত্তর-উত্তর পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। পায়রা ও মংলা সমুদ্রবন্দরকে সাত নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত ও চট্টগ্রম, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে ছয় নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়। ২০ মে সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' উত্তর-উত্তর পূর্বদিকে অগ্রসর হলে পায়রা ও মংলা সমুদ্রবন্দরকে ১০ নম্বর এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে নয় নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়। ২০ মে বিকালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশের সাতক্ষীরা ও সুন্দরবন এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় আঘাত করে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। সুপার সাইক্লোনটি আরো উত্তর-উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বৃষ্টি ঝরিয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান'- এর পূর্বাভাস থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সার্বক্ষণিক মনিটরিং করেছেন।

'আম্ফান' কবলিত জেলাসমূহের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ এবং তথ্য আদান-প্রদানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রে (এনডিআরসিসি) দায়িত্ব দেওয়া হয়। এনডিআরসিসি থেকে প্রতিদিন দুপুর ২টা এবং রাত ৮টায় দুবার দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

টোল ফ্রি ১০৯০ নম্বরে কল করে প্রতিদিনের আবহাওয়া বার্তা জেনে নিন

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের দুর্যোগ ইতিহাসে ২০২০ সালকে Year of the Cascading Disasters নামে অভিহিত করা যায়। কারণ এ বছর চীনের উহান প্রদেশে সৃষ্ট করোনা ভাইরাস (COVID-19) মার্চের প্রথমার্ধে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক যখন বৈশ্বিক মহামারি (Pandemic) হিসেবে ঘোষিত হয়, তখন করোনা ভাইরাসের আগ্রাসন বাংলাদেশেও শুরু হয়ে যায় এবং ৮ মার্চ ২০২০ বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাস রোগী শনাক্ত হলো। এরপর ক্রমান্বয়ে এর বিস্তার রাজধানী ঢাকাসহ সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এর তাণ্ডব এখনো চলছে।

আবার বাংলাদেশের উপর ২০ মে ২০২০ তারিখে আবির্ভূত হলো সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান'। পাশাপাশি এ বছর জুনের শেষ সপ্তাহ হতে পুরো জুলাই এবং আগস্ট মাসে পর পর ৪ দফা বন্যায় কবলিত হলো বাংলাদেশ। আবার সেপ্টেম্বরে এসে ৫ম দফা বন্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। একেই বলে, 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'। এসব কারণেই বলা হয়, বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এই দুর্যোগের কারণে প্রতি বৎসর বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক জীবন, সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে দুর্যোগের পূর্বে ব্যাপক প্রস্তুতি, জনসচেতনতা সৃষ্টি, দুর্যোগ চলাকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

বাংলাদেশের মানুষ আবহমানকাল হতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে বসবাস করার অভিজ্ঞতাপ্রসূত অর্জিত সাহস ও ঘুরে দাঁড়ানোর সংস্কৃতি লালন করে বলেই সরকারের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনায় সারা বিশ্ব বাংলাদেশকে দুর্যোগ মোকাবেলায় 'রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে COVID-19, সুপার সাইক্লোন আম্ফান এবং ৪-৫ দফা বন্যা মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশ সরকারের Whole of Government Approach কাজে লাগিয়ে যে সাহসী ও বলিষ্ঠ ভূমিকা বাংলাদেশ রেখেছে তারই কিছু প্রতিফলন সুধী পাঠক মহলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তাটি প্রকাশ করা হলো।

সুপার সাইক্লোন আম্ফান মোকাবেলায় কর্মব্যস্ত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবকরা।

এছাড়া গত ১৫ মে উপকূলীয় ৩টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণকে নিয়ে প্রাক-প্রস্তুতিমূলক ভার্চুয়াল সভা হয়। সভায় দুর্যোগ সতর্কবার্তা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সব বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ প্রস্তুত এবং Standing Orders on Disaster (SOD) অনুযায়ী সকল পর্যায়ের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের বলা হয়। ১৮ মে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে জাতীয় সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের এবং ১৯ মে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০ মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নসহ SOD অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান'- এর পূর্বাভাস থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সার্বক্ষণিক মনিটরিং করেছেন।

সুপার সাইক্লোন আম্ফানের ফলে জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উপকূলীয় ১৯টি জেলায় সর্বমোট ১৪ হাজার ৬৩৬টি আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। এসব আশ্রয়কেন্দ্রের ধারণক্ষমতা ছিল ৫৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৬শত ৭ জন। কোভিড-১৯-এর কারণে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে ২৪ লক্ষ ১৫ হাজার ১১৯ জন লোক এবং ৫ লক্ষ ২০ হাজার ৯৯৭টি গবাদিপশু আশ্রয় নেয়। সুপার সাইক্লোন আম্ফান মোকাবেলায় তাৎক্ষণিকভাবে মানবিক সহায়তা হিসেবে ১৯টি উপকূলীয় জেলার জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে ১৮ মে পর্যন্ত তিন হাজার ১০০ মে. টন চাল, নগদ ৫০ লাখ টাকা, শিশুখাদ্য ক্রয়বাবদ নগদ ৩১ লাখ টাকা, গো-খাদ্য ক্রয়বাবদ নগদ ২৮ লাখ টাকা এবং ৪২ হাজার প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ দেওয়া হয়। আম্ফানের ফলে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির একজন স্বেচ্ছাসেবকসহ ১০ জন মৃত্যুবরণ করেন। ক্ষতিগ্রস্ত ৪৫টি জেলা থেকে ডি-ফরমে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে **সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান'-এ মোট ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ তিন হাজার ১৭২ কোটি ১৬ লাখ ৬৪ হাজার ৯১৩ টাকা।**

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবকরা মাইকিং-এর মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার কাজে অংশ নেয়।

'আম্ফান' মোকাবেলায় প্রস্তুতি

সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' মোকাবেলায় বেশ কিছু প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে গত ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ২০ মে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এমপি'র সভাপতিত্বে মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে গত ১৫ মে অনুষ্ঠিত প্রাক-প্রস্তুতিমূলক ভার্চুয়াল সভায় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, তিনটি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার এবং ১৯টি জেলার জেলা প্রশাসকগণ অংশ নেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এমপির সভাপতিত্বে গত ১৬ মে এনডিআরসিসিতে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

'আম্ফান'-এর কারণে বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দরসমূহের জন্য ৪ নম্বর স্থানীয় হুশিয়ারি সংকেত দেওয়ায় গত ১৭ মে দুপুরে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) বাস্তবায়ন বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

একই ইস্যুতে গত ১৮ মে তারিখেও সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ডের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এমপি এবং সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ শাহ্ কামাল ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে উপকূলীয় বিভাগসমূহের বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের সাথে আলোচনায় অংশ নেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এমপি এবং সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ্ কামাল ঘূর্ণিঝড় 'আম্ফান' মোকাবেলায় বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া ওইদিনই প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এমপি'র সভাপতিত্বে জাতীয় সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এই গ্রুপের সকল সদস্য অংশ নেন এবং 'আম্ফান' মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গত ২০ মে আরও একটি প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় আম্ফান মোকাবেলায় গৃহীত প্রস্তুতির সর্বশেষ তথ্য তুলে ধরা হয়।

উল্লিখিত সভাগুলোতে সুপার সাইক্লোন আম্ফান মোকাবেলায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি SOD অনুসরণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজনসহ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার স্বার্থে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা; এ লক্ষ্যে বন্ধ থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভবন খোলা রাখার ব্যবস্থা করা।
- গর্ভবতী নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ ব্যবস্থায় আশ্রয়কেন্দ্রে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিয়ে আসা।
- মানুষের পাশাপাশি গবাদিপশু আশ্রয়কেন্দ্রের নিচতলায় বা নিকটস্থ মুজিব কিল্লায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ও শুকনা খাবারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক আবহাওয়া পরিস্থিতি নিয়মিত মনিটর করে সংশ্লিষ্টদের অবহিত রাখা।
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আগাম সতর্কতা বিজ্ঞপ্তি প্রচার ও জনগণকে সচেতন করা। সাইক্লোন শেল্টারসমূহ পরিদর্শন করা এবং উদ্ধারযোগ্য জনগণকে চিহ্নিত করা।
- বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ডসহ সকল পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা।
- জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করে প্রস্তুত করা।
- আশ্রয়কেন্দ্রে যাতায়াতে কোনো সমস্যা থাকলে তা নিরসন করা এবং তালিকাভুক্ত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ছাড়াও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উপযুক্ত ভবন আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা এবং উক্ত আশ্রয়কেন্দ্রের চাবি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিকট হস্তান্তর করা।
- জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও কোস্ট গার্ড কর্তৃক উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল/বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল থেকে জনসাধারণকে উদ্ধার করার জন্য স্থানীয়ভাবে নৌযান, ভ্যান, টমটম, সিএনজি প্রস্তুত রাখা এবং বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন কিছু দ্বীপ ও চরাঞ্চল থেকে জনসাধারণকে উদ্ধার করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা।
- কৃষি মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেড়ী বাঁধ, ফসল. গবাদিপশু, মৎস্য ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি রোধে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া।
- সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর কর্তৃক সকল পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা এবং ঘূর্ণিঝড় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সার্বক্ষণিকভাবে খোলা রাখা।
- তথ্য মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রচার মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত বুলেটিন প্রচার করা এবং উপকূলীয় ১৩টি জেলার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মস্থলে অবস্থান করা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এমপির সভাপতিত্বে সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' মোকাবেলায় আন্তঃমন্ত্রণালয় ভার্চুয়াল সভা।

‘আম্ফান’ মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এমপি সুপার সাইক্লোন ‘আম্ফান’ মোকাবেলায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী সুপার সাইক্লোন ‘আম্ফান’ থেকে রক্ষায় উপকূলে আশ্রয়কেন্দ্র খোলাসহ সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুপার সাইক্লোন আম্ফানসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে মানবিক সহায়তা হিসেবে উপকূলীয় ১৯টি জেলার জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে গত ১৮ মে পর্যন্ত তিন হাজার ১০০ মে. টন চাল, নগদ ৫০ লাখ টাকা, শিশুখাদ্য ক্রয়বাবদ নগদ ৩১ লাখ টাকা, গো-খাদ্য ক্রয়বাবদ নগদ ২৮ লাখ টাকা এবং ৪২ হাজার প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ দেওয়া হয়। এছাড়াও–

- বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান করে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়।
- সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান করে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুতসহ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।
- সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ, আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ জীবাণুমুক্তকরণ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সরবরাহ করা হয়।
- উপকূলীয় জেলায় বাঁধসমূহ মেরামত এবং জরুরি প্রয়োজনে জলযান প্রস্তুত রাখা হয়।
- ইন্টারনেট সুবিধাসহ আগাম সতর্কবার্তা প্রচারের লক্ষ্যে ১০৯০-এর সক্ষমতা ১ লক্ষে উন্নিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠাসসমূহ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য খোলা রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়; এবং
- সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান খুলনা হতে সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও বরগুনা জেলায় পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এছাড়া বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মাধ্যমে আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারির পরিপ্রেক্ষিতে ‘দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি’ অনুসরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ১৯টি উপকূলীয় জেলার (খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, পিরোজপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ এবং শরীয়তপুর) জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়। এসব জেলা থেকে টেলিফোনে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সর্বমোট ১২ হাজার ৭৮টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়। এ সব আশ্রয়কেন্দ্রে ধারণক্ষমতা আনুমানিক ৫১,৯০,১৪৪ জন।

২০ মে ২০২০ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্রে আগত লোকজন ও গবাদিপশু সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	মোট আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (জন)	আশ্রিত লোকসংখ্যা	আশ্রিত গবাদিপশুর সংখ্যা
১	খুলনা	৮১৪	৪,০০,০০০	১,১১,৬০০	৩৭০০
২	সাতক্ষীরা	৩৬৩৩	৭,৫০,০০০	৩,৫৩,০০০	২৯৩০৯
৩	বাগেরহাট	১০০৮	৪,৮৬,২২৭	২,০৮,০০০	১৯,০০০
৪	পটুয়াখালী	৯০৭	৬,৫৫,১০০	৩,৮১,৯৮৯	৮৯,২৮৭
৫	বরগুনা	৬১০	৩,১০,৮৭৩	৩,৮০,০০০	৮৮,০০০
৬	ভোলা	১১০৪	৫,৩৬,০০০	৩,১৬,৫০৯	১,৩৫,৮৫৭
৭	পিরোজপুর	৫৫৭	৩,১২,৭৫০	২,৭০৩৪০	৩৫,৩১০
৮	বরিশাল	১০৫১	২,৩৯,০০০	২,২৯,৮৭০	১৪৯৩০
৯	ঝালকাঠি	৪৭৪	৩,৯২,৩২৫	১০,০০০	২১৯২
১০	নোয়াখালী	৪৫০	৩,২৮,২০০	২১,১২২	৬৯৫৮
১১	লক্ষীপুর	২৫২	৭১,০০০	১৪,৮৮৫	২৭৯৫
১২	ফেনী	১০১	৪৬,৭০০	২২০০	৮৭০
১৩	চাঁদপুর	৩২৫	১,০৩,৪৫৭	১৬,৭০০	৭৫,০০০
১৪	চট্টগ্রাম	১৯৫০	২,৬৫,৫০০	৬৪,২১৩	১৩০২১
১৫	কক্সবাজার	৭৯৭	৬,০৫২,৭৫	৩২,৮৫৭	৪৪৬৮
১৬	ফরিদপুর	৫৫	১৬,০০০	-	-
১৭	মাদারীপুর	৯২	২৭,৬০০	১,৪৩৪	৩০০
১৮	গোপালগঞ্জ	১৫৪	১,০৭,৮০০	৪০০	-
১৯	শরীয়তপুর	২৯৯	৫৯,৮০০	-	-
	মোট =	১৪,৬৩৬	৫৭,১৩,৬০৭	২৪,১৫,১১৯	৫,২০,৯৯৭

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে মানবিক সহায়তা হিসেবে বিভিন্ন জেলায় ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দের বিস্তারিত নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	১৮-০৫-২০২০ তারিখে বরাদ্দের পরিমাণ ত্রাণ কার্য (চাল) মেঃ টন	১৮-০৫-২০২০ তারিখে বরাদ্দের পরিমাণ ত্রাণ কার্য (নগদ) টাকা	১৮-০৫-২০২০ তারিখে বরাদ্দের পরিমাণ শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ টাকা	১৮-০৫-২০২০ তারিখে বরাদ্দের পরিমাণ গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ টাকা	১৮-০৫-২০২০ তারিখে বরাদ্দের পরিমাণ শুকনা ও অন্যান্য খাবার (প্যাকেট)
১	খুলনা	২০০	৩,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০০
২	সাতক্ষীরা	২০০	৩,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০০
৩	বাগেরহাট	২০০	৩,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০০
৪	পটুয়াখালী	২০০	৩,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৩,০০০
৫	বরগুনা	২০০	৩,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০০
৬	ভোলা	২০০	৩,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৩,০০০
৭	পিরোজপুর	২০০	৩,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০০
৮	বরিশাল	২০০	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	২,০০০
৯	ঝালকাঠী	১০০	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	২,০০০
১০	নোয়াখালী	২০০	৩,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৩,০০০
১১	লক্ষ্মীপুর	১০০	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	২,০০০
১২	ফেণী	১০০	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	২,০০০
১৩	চাঁদপুর	১০০	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	২,০০০
১৪	চট্টগ্রাম	৩০০	৫,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৩,০০০
১৫	কক্সবাজার	২০০	৩,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০০
১৬	ফরিদপুর	১০০	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	২,০০০
১৭	মাদারীপুর	১০০	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	২,০০০
১৮	গোপালগঞ্জ	১০০	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	২,০০০
১৯	শরীয়তপুর	১০০	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	২,০০০
	মোট=	৩,১০০ (তিন হাজার একশত) মেঃ টন	৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা	৩১,০০,০০০/- (একত্রিশ লক্ষ) টাকা	২৮,০০,০০০/- (আটাশ লক্ষ) টাকা	৪২,০০০ (বিয়াল্লিশ হাজার) প্যাকেট

সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' মোকাবেলায় বিভিন্ন জেলা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

- 'আম্ফান' মোকাবেলায় উপকূলীয় ১৯টি জেলার বাসিন্দাদের সচেতন করার জন্য ব্যাপক মাইকিং করা হয়। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবকসহ স্থানীয় প্রশাসন এবং অন্যান্য সংগঠন মাইকিংএর মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার কাজে অংশ নেয়।
- সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' থেকে রক্ষায় উপকূলে আশ্রয়কেন্দ্র খোলাসহ সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে উপকূলীয় লোকজন এবং তাদের গবাদিপশুসমূহ আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদে সরিয়ে আনার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। আশ্রয়কেন্দ্রে আগত লোকজন ও গবাদিপশু সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ই-মেইল এবং টেলিফোনে সংগ্রহ করা হয়।

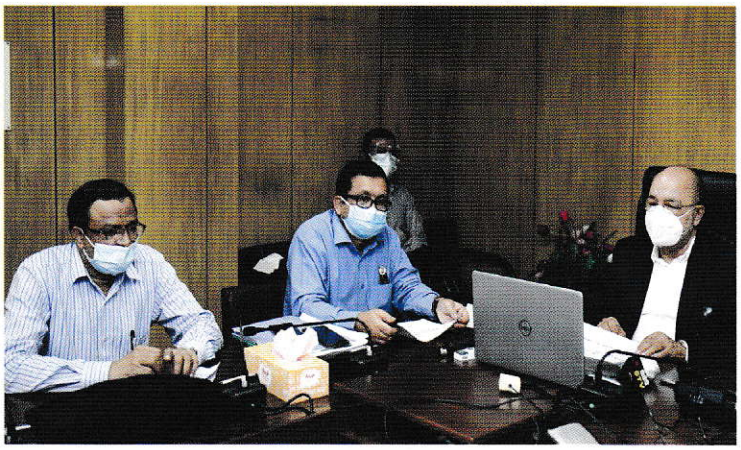

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এমপির সভাপতিত্বে সুপার সাইক্লোন 'আম্ফান' মোকাবেলায় জরুরি সভা।

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের আঘাতে মৃত্যু

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের ফলে দেশের ৬টি জেলায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির একজন স্বেচ্ছাসেবকসহ ১০ জন মৃত্যুবরণ করেন। জেলাগুলো হচ্ছে– পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ভোলা, যশোর, সাতক্ষীরা ও চুয়াডাঙ্গা।

বন্যা : ২০২০

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং উজানের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর নদ-নদী দিয়ে আসা পাহাড়ি ঢলের পানিতে বাংলাদেশের নদ-নদী ও নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঢলের প্রবল স্রোতে নদীর তীর, বাঁধসমূহে ভাঙন দেখা দেয়। ফলে ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদিপশুসহ আরো অনেক সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়। মানুষের প্রাণহানিও ঘটে। এ বছরও অতি বৃষ্টির কারণে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ছোট-বড় মিলিয়ে দেশের প্রায় ৮০০ নদ-নদীর বিপুল জলরাশিতে নিমজ্জিত হয় প্রায় ২৪ হাজার ১৪০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা।

বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রেস ব্রিফিং

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এমপি গত ১৪ জুলাই ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সম্মলেন কক্ষে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি বিষয়ে সাংবাদিকদের অনলাইন জুম-এ ব্রিফ করেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোহসীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস ব্রিফিং-এ প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারের ত্রাণ সহায়তা চালিয়ে যাওয়ার মতো সক্ষমতা আছে। **যত বড় দুর্যোগ আসুক না কেন, দুর্যোগ যত দীর্ঘস্থায়ী হোক না কেন, দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার মতো সক্ষমতা সরকারের আছে।** তিনি আরও বলেন, বন্যার পানি আসার সঙ্গে সঙ্গে যাতে মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে যায় এজন্য বন্যা আক্রান্ত জেলাগুলোতে ৮ হাজার ২১০ টন চাল, ২ কোটি ৮২ লাখ ৫০ হাজার টাকা, ৭৪ হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার, গো-খাদ্য কেনার জন্য ৪৮ লাখ টাকা এবং শিশু খাদ্য কেনার জন্য ৪৮ লাখ টাকা আমরা দিয়েছি। নদীভাঙনের কারণে ভাঙা ঘর মেরামতে ৩০০ বান্ডিল ঢেউটিন, ৯ লাখ টাকা নগদ দিয়েছি।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১২টি জেলা বেশি বন্যাকবলিত হয়েছে এবং সেগুলোতে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রে লোক উঠেছে। সেখানে জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে ৫ লাখ টাকা করে মোট ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে দুর্গতদের মধ্যে শুধু রান্না করা খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ইতোমধ্যে ১ হাজার ৩৫টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সেখানে ২০ হাজার ১০ জন লোক আশ্রয় নিয়েছে।

বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা সভা

এর আগে গত ১২ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউসের সভাপতিত্বে পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোহসীন ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের কমিশনারগণসহ বন্যাপ্রবণ ১৫টি জেলার জেলা প্রশাসকগণ সংযুক্ত হয়ে আলোচনায় অংশ নেন। সব কমিশনার এবং জেলাপ্রশাসকগণ নিজ নিজ এলাকার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি তুলে ধরেন।

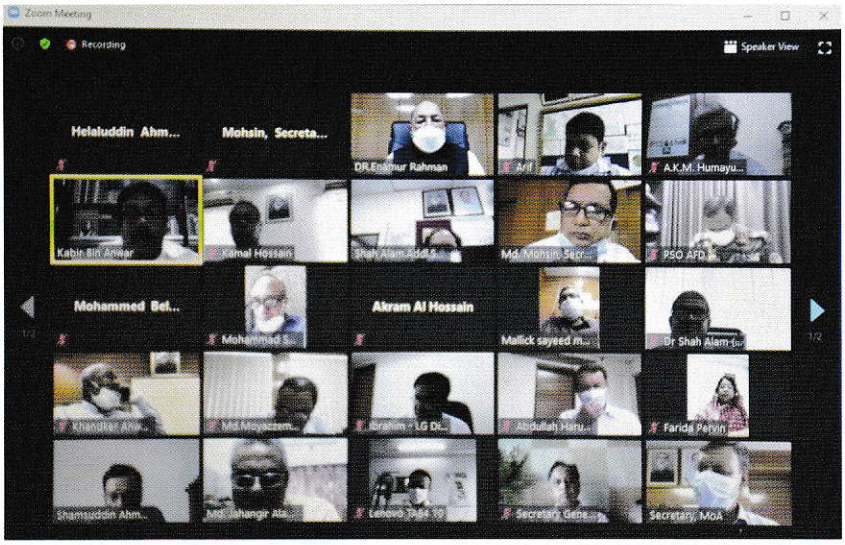

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এমপি'র সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল প্রস্তুতি সভা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভা

গত ৯ জুলাই বন্যার পূর্বাভাস অনুযায়ী পূর্ব প্রস্তুতি ও করণীয় বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান, এমপির সভাপতিত্বে জুম পদ্ধতিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। বন্যার পূর্বাভাস অনুযায়ী পূর্ব প্রস্তুতি ও করণীয় বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্টের মহাসচিব, এফএফডব্লিউসি এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালকগণসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ জুম মিটিং-এ সংযুক্ত হয়ে আলোচনায় অংশ নেন। সভা সঞ্চালনা করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোহসীন।

বন্যা উপদ্রুত জেলাসমূহের আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য

(২৭ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ)

ক্র. নং	বিবরণ	সংখ্যা
১	বন্যা কবলিত ৩৩টি জেলায় মোট বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে	**১৬০৩ টি**
২	আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে আশ্রিত লোকসংখ্যা:	**৮৯,৩০০ জন**
	পুরুষ	৩৬,৯৪৩ জন
	মহিলা	৩৩,৫১২ জন
	শিশু	১৮,৫৮১ জন
	প্রতিবন্ধী	২৭৪ জন
৩	আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে আনা গবাদিপশুর সংখ্যা:	**৭৫,৭০২ টি**
	গরু/মহিষ	৪১৬৯৩ টি
	ছাগল/ভেড়া	২৪৯৩৪ টি
	অন্যান্য গৃহপালিত পশু	৯০৭৫ টি
৪	বন্যা কবলিত জেলায় মেডিকেল টিম সম্পর্কিত তথ্য:	
	মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে	৯০১ টি
	বর্তমানে মেডিকেল টিম চালু রয়েছে	৩৮৫ টি

বন্যা ২০২০ এবং উপকূলীয় জোয়ারে ক্ষয়ক্ষতি

প্রতি বছরের মতো এবারও বন্যা হয়েছে বাংলাদেশে। তবে এ বছরের বন্যা অন্য বছরের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হয়। মারাত্মক বন্যার ফলে ঘর-বাড়ি, কৃষি ফসল, মৎস্য, গবাদি পশু-পাখি, রাস্তাঘাট, সেতু-কালর্ভাট ইত্যাদি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এ বছর জুলাই-আগস্টে ৩৩টি জেলায় তিন দফা বন্যার প্রকোপ দেখা দেয় এবং সেপ্টেম্বরে এসে দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্রের জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় আরো ৭টি জেলা। এ বছর বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতি প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা।

বন্যায় ৪২ জনের মৃত্যু

এবারের বন্যায় ১০টি জেলায় বিভিন্ন বয়সের ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৬ জন পুরুষ ও ৩৬টি শিশু। জেলাগুলো হচ্ছে– জামালপুর, লালমনিরহাট, সুনামগঞ্জ, সিলেট, কুড়িগ্রাম, টাংগাইল, মুন্সিগঞ্জ, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ ও গাজীপুর। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এমপি নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ আয়োজিত কিল লেয়িং অনুষ্ঠানে 'রেস্কিউ বোট' নির্মাণ কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ৩ বছরে ৬০টি রেসকিউ বোট তৈরি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে হস্তান্তর করবে।

২০২০ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে বরাদ্দের বিবরণী

(২৮-০৬-২০২০ হতে ০৩-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত)

ক্র.নং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দের পরিমাণ (মে. টন)	ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	মোট বরাদ্দ (টাকা) (৪+৫+৬+৭)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (প্যাকেট)	ঢেউটিন বরাদ্দের পরিমাণ (বাণ্ডিল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	কুড়িগ্রাম	৮৬০	৩১০০০০০	১১০০০০০	১৭০০০০০	০	৯৬২১০০০০	১০০০০	০
২	নীলফামারী	৫১০	২৫৫০০০০	৪০০০০০	৮০০০০০	০	৩৭৫০০০০	৫০০০	০
৩	গাইবান্ধা	১০১০	২৭৫০০০০	৮০০০০০	১৬০০০০	০	৩৭১০০০০	৯০০০	০
৪	লালমনিরহাট	৯০০	২৪৫০০০০	৭০০০০০	১৫০০০০০	৬০০০০০	৫২৫০০০০	৪০০০	২০০
৫	রংপুর	৪৬০	২০০০০০০	২০০০০০	৯০০০০০	০	৩১০০০০০	৬০০০	০
৬	বগুড়া	৯৬০	২১০০০০০	৫০০০০০	১২০০০০০	০	৩৮০০০০০	৬০০০	০
৭	সিরাজগঞ্জ	৯৫০	১৮০০০০০	৭০০০০০	১৪০০০০০	০	৩৯০০০০০	১০০০০	০
৮	পাবনা	১০০	০	০	৩০০০০০	০	৩০০০০০	১০০০	০
৯	নাটোর	৩৫০	১২০০০০০	৭০০০০০	১১০০০০০	০	৩০০০০০০	৪০০০	০
১০	নওগাঁ	১৫০	৫০০০০০	৪০০০০০	৭০০০০০	০	১৬০০০০০	৪০০০	০
১১	রাজশাহী	৪০০	৮০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	০	১২০০০০০	২০০০	০
১২	ময়মনসিংহ	১০০	৩০০০০০	০	৬০০০০০	০	৯০০০০০	২০০০	০
১৩	জামালপুর	১৪১০	৩৮৫০০০০	৯০০০০০	২০০০০০০	৬০০০০০	৭৩৫০০০০	১৭০০০	২০০
১৪	নেত্রকোনা	৬৫০	১৩০০০০০	৪০০০০০	১২০০০০০	০	২৯০০০০০	৫০০০	০
১৫	সুনামগঞ্জ	৮০০	৩৩০০০০০	৬০০০০০	৮০০০০০	০	৪৭০০০০০	৮০০০	০
১৬	সিলেট	৬০০	২৩০০০০০	২০০০০০	৮০০০০০	০	৩৩০০০০০	৫০০০	০
১৭	মৌলভীবাজার	৩৫০	৭৫০০০০	২০০০০০	২০০০০০	০	১১৫০০০০	৪০০০	০
১৮	হবিগঞ্জ	৫০০	৮০০০০০	২০০০০০	৬০০০০০	০	১৬০০০০০	২০০০	০
১৯	টাংগাইল	১৪০০	১৮০০০০০	৯০০০০০	১৯০০০০০	০	৪৬০০০০০	১৯০০০	০
২০	গাজীপুর	২০০	৩০০০০০	৩০০০০০	২০০০০০	০	৮০০০০০	১০০০	০
২১	কিশোরগঞ্জ	১৫০	৬০০০০০	২০০০০০	৭০০০০০	০	১৫০০০০০	২০০০	০
২২	ঢাকা	৬০০	১৬০০০০০	৬০০০০০	১০০০০০০	০	৩২০০০০০	১২০০০	০
২৩	মুন্সিগঞ্জ	৭০০	৬৫০০০০	৭০০০০০	১৪০০০০০	০	২৭৫০০০০	৬০০০	০
২৪	মানিকগঞ্জ	২০০	৩০০০০০	৭০০০০০	১৫০০০০০	০	২৫০০০০০	৪০০০	০
২৫	রাজবাড়ী	৫০০	৭০০০০০	৩০০০০০	১৪০০০০০	৩০০০০০	২৭০০০০০	৪০০০	১০০
২৬	ফরিদপুর	৭৫০	১০০০০০০	৮০০০০০	১৩০০০০০	০	৩১০০০০০	১০০০০	০
২৭	গোপালগঞ্জ	১৫০	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	০	৬০০০০০	৪০০০	০
২৮	মাদারীপুর	৮০০	১২০০০০০	৯০০০০০	১৫০০০০০	০	৩৬০০০০০	৮০০০	০
২৯	শরীয়তপুর	১১৫০	১৮৫০০০০	৭০০০০০	১৪০০০০০	৪৫০০০০	৪৪০০০০০	৪০০০	১৫০
৩০	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০	০	০	২০০০০০	০	২০০০০০	০	০
৩১	চাঁদপুর	৮০০	১১০০০০০	৭০০০০০	১৭০০০০০	০	৩৫০০০০০	৬০০০	০
৩২	লক্ষ্মীপুর	৩৫০	৭৫০০০০	৪০০০০০	৮০০০০০	০	১৯৫০০০০	২০০০	০
৩৩	নোয়াখালী	৪০০	৮০০০০০	২০০০০০	৬০০০০০	০	১৬০০০০০	২০০০	০
৩৪	বরিশাল	২০০	২০০০০০	০	০	০	২০০০০০	১০০০	০
৩৫	ভোলা	২০০	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	০	৬০০০০০	২০০০	০
৩৬	পটুয়াখালী	১০০	২০০০০০	০	০	০	২০০০০০	১০০০	০
৩৭	বরগুনা	২০০	২০০০০০	০	০	০	২০০০০০	২০০০	০
৩৮	পিরোজপুর	১০০	২০০০০০	০	০	০	২০০০০০	১০০০	০
৩৯	ঝালকাঠি	১০০	২০০০০০	০	০	০	২০০০০০	১০০০	০
৪০	সাতক্ষীরা	২০০	২০০০০০	০	০	০	২০০০০০	২০০০	০
মোট=		২০৩১০	৪৬১০০০০০	১৬০০০০০০	৩২১৬০০০০	১৯৫০০০০	৯৬২১০০০০	১৯৮০০০	৬৫০

বিঃদ্রঃ পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে দেশের ৬৪ জেলায় ১ কোটি ৬ হাজার ৮৬৯টি পরিবারকে পরিবার প্রতি ১০ কেজি হারে ১ লক্ষ ৬৮ দশমিক ৬৯ মেঃ টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি'র হাত থেকে তথ্য অধিকার পুরস্কার ২০২০ এর প্রথম পুরস্কারের সনদ গ্রহণ করছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. মোহসীন।

বন্যা-পরবর্তী গৃহীত পুনর্বাসন পরিকল্পনা/কর্মসুচি

ক্র. নং	বন্যা পুনর্বাসনে গৃহীতব্য কর্মপরিকল্পনা	কর্মসুচির আওতাধীন জেলা	কর্মসুচীর মোট বরাদ্দ/ ছাড়কৃত অর্থ (টাকা)	উপকারভোগী কৃষকের/ মানুষের সংখ্যা (জন)
১	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকের কর্মসৃজনের পদক্ষেপ গ্রহণ।	বন্যা উপদ্রুত ৩৩টি জেলাসহ অন্যান্য জেলাসমূহ	১৬৫০ কোটি	৯,৬৭,০২৯
২	বন্যা ও নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর বাড়ি মেরামত/ পুনঃনির্মাণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে ঢেউটিন ও গৃহ নির্মাণ বাবদ মঞ্জুরি দেওয়া হবে।	৩৩ টি জেলা	কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন	• বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি আংশিক: ৪৯,৩২৪ টি এবং সম্পূর্ণ: ১,৮৩,১৫৭ টি।
৩	বন্যায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কাঁচা/ এইচবিবি রাস্তা মেরামত/ পুনঃনির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।	৩৩ টি জেলা	১১৩ কোটি	কার্যক্রম চলমান
৪	JICA এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন The Disaster Risk Management Enhancement Project (DRMEP)-এর ৩য় কম্পোনেন্টে বরাদ্দকৃত অর্থে DDM, LGED এবং BWDB কর্তৃক 'ঘূর্ণিঝড় আম্ফান' এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভবন ও স্থাপনা, পল্লী সড়ক ও কালর্ভাট, সেচ অবকাঠামো, ড্রেনেজ কাঠামো, অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ করা হবে।	১৮ টি জেলা		কার্যক্রম চলমান
৫	ক্ষতিগ্রস্ত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত করা হবে।	৬৪টি জেলা	৪ কোটি ৫৫ লক্ষ (রাজস্ব খাতে বরাদ্দ হতে এ ব্যয় নির্বাহ করা হবে)	কার্যক্রম চলমান
৬	এ অর্থ বছরে ১১০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।	৩৩টি জেলা	১৬০ কোটি	কার্যক্রম চলমান
৭	এ অর্থ বছরে ২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।	২০টি জেলা	৭২ কোটি	কার্যক্রম চলমান
৮	এ অর্থ বছরে ৫৭টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ করা হবে।	৭টি জেলা	১১৪ কোটি	কার্যক্রম চলমান
৯	নিচু এলাকার জন্য ভিটা উঁচুকরণ কর্মসূচি।	DPP প্রণয়নের কাজ	-	কার্যক্রম চলমান
১০	বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগ কবলিত মানুষকে উদ্ধার করা জন্য ৬০ টি বিশেষ Rescue Boat তৈরি করা হবে। আগামী ৩ বছরের মধ্যে ৬০টি Boat নির্মাণ সম্পন্ন হবে।	প্রক্রিয়াধীন রয়েছে	প্রতিটি Rescue Boat তৈরিতে খরচ ৪৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৬০টি Boat তৈরিতে সর্বমোট বরাদ্দ ২৭ কোটি টাকা। এ বছরে ২০ টির জন্য খরচ ২০X৪৫ = ৯ কোটি টাকা	কার্যক্রম চলমান

করোনা মহামারি : জনগণের পাশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

চীনের উহান প্রদেশে সৃষ্ট করোনা ভাইরাস (Covid-19) দ্রুত সারা বিশ্বে মহামারির রূপ নেয়। গত ১১ মার্চ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর থেকে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি বাংলাদেশের জনগণও। বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে গত ৮ মার্চ। এরপর ক্রমান্বয়ে এর প্রাদুর্ভাব রাজধানী ঢাকাসহ সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর তাণ্ডব এখনো চলছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ এপ্রিল সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, (২০১৮ সালের ৬১ নং আইন)-এর ১১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থেকে জনগণকে রক্ষায় জোরালো পদক্ষেপ নেয় বাংলাদেশ সরকার। এর অংশ হিসেবে গত ১৯ মে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এমপির সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ে এক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় করোনা প্রতিরোধ ও এ দুর্যোগ মোকাবেলায় বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ এবং সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

- হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে অনুরোধ করা।
- কোভিড-১৯-এর ঝুঁকি হ্রাসে আশ্রয়কেন্দ্রে সকলের মাস্ক পরার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা।
- কোভিড-১৯সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসে যাবতীয় নির্দেশনা প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।
- কোভিড-১৯ বিবেচনায় নিয়ে এসওডি-এর নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে জনসাধারণকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম বিষয়ে সহায়তা।
- স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

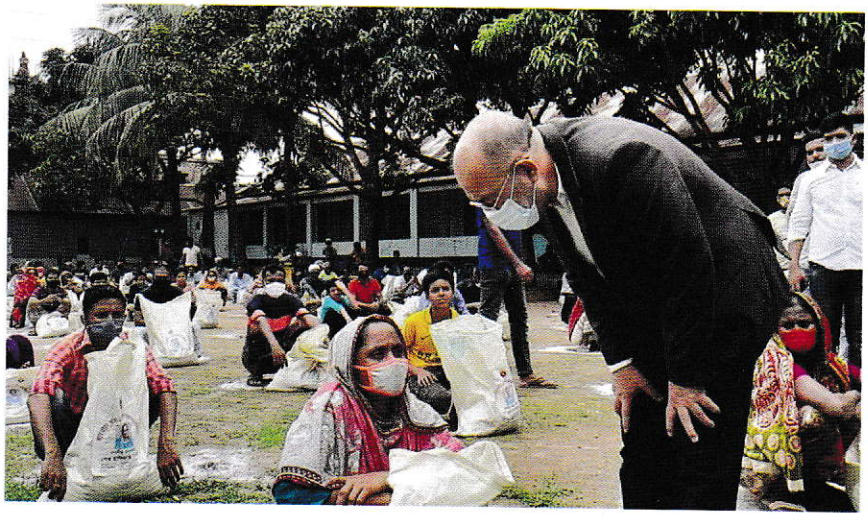

করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এমপি

করোনা মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

জরুরি সাড়াদান

- গত ২৫ মার্চ জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় প্রশাসনকে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।
- এনডিআরসিসি থেকে প্রতি ৪ ঘণ্টা পর পর করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশসহ সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়।
- চীন থেকে ফিরিয়ে এনে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে রাখা ৩১২ জনের মধ্যে খাবার, বিছানাপত্রসহ প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। একই পদ্ধতিতে ১৪ ও ১৫ মার্চ ইতালি থেকে ফিরে আসা প্রবাসী নাগরিকদের যথাক্রমে ১৫০, ১৭০ ও ২৪৮ জনের মধ্যে খাবার সরবরাহসহ অন্যান্য ব্যবহার্য লজিস্টিক সার্পোট দেওয়া হয়।
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গঠিত জাতীয় কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়।
- রোহিঙ্গা ও জেনেভো ক্যাম্প এবং বস্তিসমূহে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণসহ করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা হয়।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সিপিপি, আরবান ভলান্টিয়ার, বাংলাদেশ স্কাউটসহ অন্যান্য ভলান্টিয়ারদের সচেতনমূলক কাজে নিজস্ব স্বাস্থ্যবিধি মেনে সতর্কতার সাথে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।
- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুতে সহায়তা করা হয়।
- দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত সচেতনা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অনুরোধ করা হয়।
- স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পিপিই (personal protection equipment) সংগ্রহ করা ও বিতরণ করা হয়।
- সকল জেলায় ত্রাণসামগ্রী ও শিশুখাদ্য উত্তোলন এবং বিতরণে সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসারগণের সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।
- নোভেল করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ৫৫ জন কর্মকর্তাকে বিভাগ/জেলাওয়ারি ত্রাণ কার্যক্রম মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি সব বিভাগ থেকে প্রাপ্ত সারাদেশের উপকারভোগীর তালিকা এবং এপ্রিল থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ত্রাণের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।
- করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগে বিশেষ মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। নির্দেশিকাটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সবার অবগতির জন্য দেওয়া হয়েছে।

দেশের ৬৪টি জেলার করোনাদুর্গতদের মধ্যে বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। বিতরণকৃত ত্রাণসামগ্রীর বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ত্রাণ সামগ্রীর নাম	বরাদ্দের পরিমাণ
১.	জিআর (চাল)	২,১১,০১৭ - (দুই লক্ষ এগার হাজার সতের) মেট্রিক টন
২.	জিআর (ক্যাশ)	৯৫,৮৩,৭২,২৬৪/- (পঁচানব্বই কোটি তিরাশি লক্ষ বাহাত্তার হাজার দুইশত চৌষট্টি) টাকা
৩.	শিশু খাদ্য (নগদ অর্থ)	২৭,১৪,০০,০০০/- (সাতাইশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ) টাকা
	উপকারভোগী	৭ কোটি ৫০ লক্ষাধিক
৪	ভিজিএফ (চাল)	১,০৬,০০০ (এক লক্ষ ছয় হাজার) মেট্রিক টন
	উপকারভোগী	১,০০,০৬,৮৬৯ জন ভিজিএফ কার্ডধারী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কুইক রেসপন্স টিম গঠন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারী করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এ আক্রান্ত হলে তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের নিমিত্তে মন্ত্রণালয়ের পাঁচসদস্য বিশিষ্ট কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। টিমের সদস্যরা হলেন–

জনাব আবুল বায়েছ মিয়া, যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	টিম লিডার
জনাব হাবিবুর রহমান, উপসচিব (প্রশিক্ষণ)	সদস্য
জনাব শায়লা ইয়াসমিন, উপসচিব (প্রশাসন)	সদস্য
জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, সহকারী সচিব (বাজেট)	সদস্য
জনাব মোঃ নূর নেওয়াজ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা	সদস্য

এই টিম দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হলে তাঁর বা তাঁর পরিবারের সাথে যোগাযোগ করবে। তাঁদের চাহিদার ভিত্তিতে খাদ্য, ওষুধ, চিকিৎসাসহ অন্যান্য বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

এছাড়া বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মালদ্বীপে কোভিড-১৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত মানবেতর পরিস্থিতি লাঘবে নিম্নোক্ত ত্রাণসামগ্রী পাঠায়:

ক্রমিক নং	ত্রাণ সামগ্রীর নাম	ত্রাণ সামগ্রীর পরিমাণ
১	চাল	৪০ (চল্লিশ) মেঃটন
২	আলু	১০ (দশ) মেঃটন
৩	মিষ্টি আলু	১০ (দশ) মেঃটন
৪	ডাল (মশুর)	১০ (দশ) মেঃটন
৫	পেঁয়াজ	৫ (পাঁচ) মেঃটন
৬	ডিম	৫ (পাঁচ) মেঃটন
৭	সবজি	৫ (পাঁচ) মেঃটন

দায়িত্ব পালনকালে করোনায় আক্রান্ত হন মন্ত্রণালয়ের ১২ কর্মকর্তা-কর্মচারী

করোনা মহামারির মধ্যে সরকারি দায়িত্ব পালনকালে ১২ কর্মকর্তা-কর্মচারী কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হন। আক্রান্তরা হলেন–

১। জনাব জি.এম আবদুল কাদের, অতিরিক্ত সচিব
২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, উপসচিব
৩। জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল আরিফ, উপসচিব
৪। জনাব মোহাম্মদ আনিছুল হক, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
৫। জনাব মোঃ রাশেদ আলী গাজী, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
৬। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৭। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৮। জনাব নাগিব মাহফুজ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৯। জনাব মোঃ মোহসিন মোল্লা, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১০। মোছাঃ রেফা বেগম, অডিটর
১১। জনাব মোঃ শাহিনুজ্জামান, ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর
১২। জনাব সিহাবুল হক, অফিস সহায়ক।

এদের মধ্যে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আনিছুল হক মারা যান। আক্রান্ত অন্য ১১ জনের সবাই এখন সুস্থ।

শোক সংবাদ

করোনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আনিছুল হক ও কর্মচারি মো. মনজুর হোসেন-এর মৃত্যু

গত ২৪ আগস্ট করোনায় আক্রান্ত হয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্ত আনিছুল হক মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। আনিছুল হক দীর্ঘদিন যাবত কিডনি জটিলতাসহ হৃদরোগ ও ডায়াবেটিকসেও ভুগছিলেন।

মোহাম্মদ আনিছুল হকের জন্ম ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরকাঁকড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে।

গত ১৬ এপ্রিল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নারায়ণগঞ্জ জেলার ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ের বেতারযন্ত্র চালক মো. মনজুর হোসেন মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মৃত্যুর পরে তার কোভিড-১৯-এর নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ আসে।

মনজুর হোসেনের গ্রামের বাড়ি নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার উজান গোবিন্দী গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের মৃত লাল মিয়া ফকিরের ছেলে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণলায় মোহাম্মদ আনিছুল হক ও মো. মনজুর হোসেন অকালমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার রুহের মাগফিরাত কমনা করেছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি)

বজ্রপাতে মৃত্যুর তথ্য

মৃতের সংখ্যা

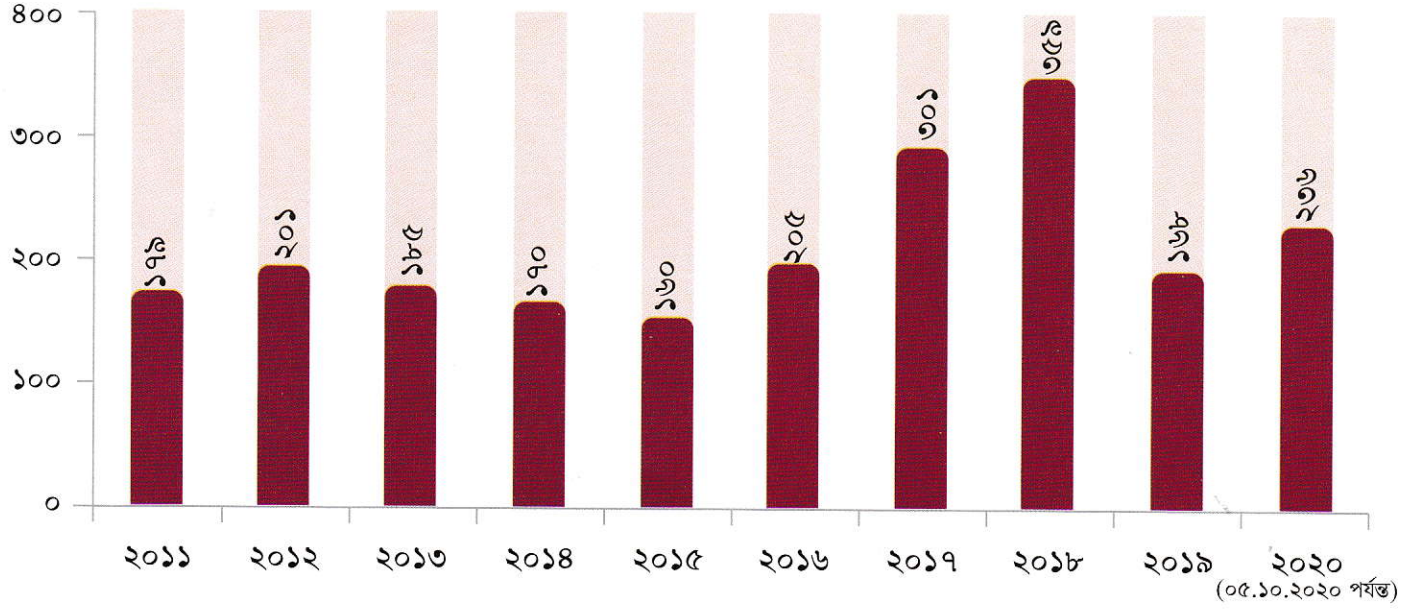

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চলমান প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল কাজ
১	গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ" (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	সারাদেশে ৩৬,২৮০টি সেতু/কালভার্ট নির্মিত হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় ৪৯২টি উপজেলায় ৮,৩৭৭টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
২	বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (১ম ও ২য় পর্যায়) ৪৩টি জেলার ২৫৫টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়) দেশের ৪২টি জেলায় ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
৩	বাংলাদেশের উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	দেশে ১৬টি জেলায় ১০০টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে ১৬টি জেলায় ৮৬টি উপজেলায় ২২০টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
৪	জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০)	প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৬টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
৫	গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড(এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩)	(১ম পর্যায়)" সারাদেশে ৩১৪৫.৬০ কিলোমিটার হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ নির্মিত হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় ৪৯২টি উপজেলায় ৫২০৫ কি.মি হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
৬	"মুজিব কিল্লা নির্মাণ সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প" (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	দেশের ১৬টি জেলায় ৬৪টি উপজেলা এবং বন্যা প্রবণ ও নদী ভাংগন এলাকার ২২টি জেলার ৮৪টি উপজেলায় বিদ্যমান ১৭২টি মুজিব কিল্লা সংস্কার ও উন্নয়ন এবং নতুন ৩৭৮টি মুজিব কিল্লা নির্মাণসহ সর্বমোট ৫৫০টির কাজ চলমান আছে।।
৭	Strengthening of the Ministry of Disaster Management & Relief (MoDMR) Program Administration শীর্ষক প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১৩ হতে জুন, ২০২১)	০৫ টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির (ইজিপিপি, এফএফডবিউ, টিআর, ভিজিএফ ও জিআর) উপকারভোগীদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য MIS প্রস্তুতকরণ।
৮	Disaster Risk Management and Enhancement Project (Component 2 & Component 3) (এপ্রিল, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	কম্পোনেন্ট-১: সমগ্র বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, সেতু/কালভার্টসহ অন্যান্য অবকাঠামোসমূহ মেরামত, পুণঃনির্মাণ। কম্পোনেন্ট-২: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর জন্য উদ্ধার সরঞ্জামাদি ক্রয়। কম্পোনেন্ট-৩: সমগ্র বাংলাদেশে দুর্যোগ পরবর্তীতে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সমূহের দ্রুত ও কার্যকরী পূনর্বাসন কাজ
৯	"Emergency Multi-sector Rohingya Crisis Response" Project (সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে আগষ্ট, ২০২১)	কক্সবাজারে অবস্থানরত মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য অন্তবর্তীকালীন অস্থায়ী কাজ সৃষ্টির মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নতকরণ করা হবে।
১০	আরবান রেজিল্যান্স প্রজেক্ট (ডিডিএম অংশ) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	ঢাকা ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়।
১১	Procurement of Saline Water Treatment Plant (2 ton truck mounted) (এপ্রিল, ২০১৩ হতে নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)	জাপান সরকারের আর্থিক অনুদানে খুলনা বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের ৭টি জেলার ৩০টি স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (২ টন ট্রাক মাউন্টেড) সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে এবং এছাড়া ২১টি Fixed Type saline Water Treatment plant কাজ চলমান আছে।
১২	"National Resilience Programme"- শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে মার্চ, ২০২১)	সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ডায়ালগ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা, বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা, নিয়মিত ও বড় দুর্যোগ যেমন ভূমিকম্প ও বড় বন্যা মোকাবিলার জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রস্তুতি কর্মসূচি ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উপরে বর্ণিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ফলে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কাঠামো তৈরি হয়েছে। এর ইতিবাচক ফলাফল ভোগ করছে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী। কমে এসেছে দুর্যোগে মৃত্যুর সংখ্যা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পগুলো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, গবাদিপশুর আশ্রয়ের জন্য মুজিবকিল্লা নির্মাণ, গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনশীল বাসগৃহ নির্মাণ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য রাস্তা-ঘাট, সেতু-কালভার্ট নির্মাণ, কাবিখা/কাবিটা প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাপনা, দিনমজুর/দরিদ্র অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ইত্যাদি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ সমাজে সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। যা পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচনসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনেও ভূমিকা রাখছে।

ফটো গ্যালারি আলোকচিত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কিছু কার্যক্রম

চিত্র ১: মিজ সায়মা হোসেন, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভায়।

চিত্র ২: করোনা দুর্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুরে দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি জনাব এ বি তাজুল ইসলাম, এমপি।

চিত্র ৩: এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা।

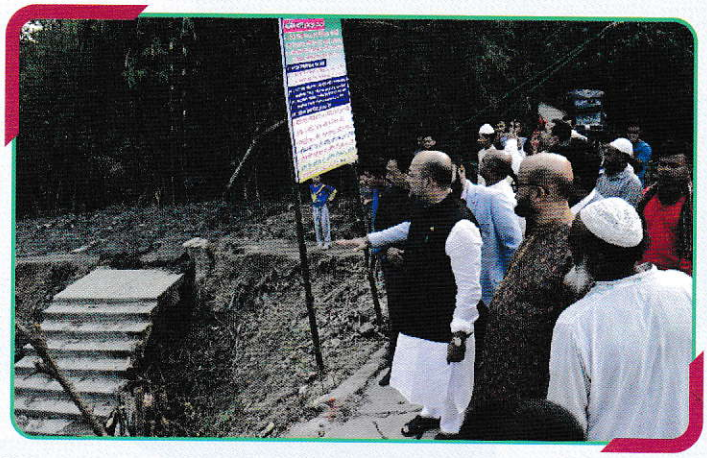

চিত্র ৪: গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এমপি।

চিত্র ৫: মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আম্ফান প্রস্তুতি বিষয়ে প্রেস কনফারেন্স।

চিত্র ৬: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব এ বি তাজুল ইসলাম, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির সভা।

চিত্র ৭: হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় বাঁধ পরিদর্শন।

চিত্র ৮: সুপার সাইক্লোন আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন উপকূলবর্তী এলাকা পরিদর্শন করছেন অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি) আলী রেজা মজিদ।

চিত্র ৯: সুপার সাইক্লোন আম্ফানে আত্মদানকারী সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক জনাব সৈয়দ শাহ আলম-এর পরিবারকে আর্থিক সহায়তার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠান।

চিত্র ১০: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রে (NDRCC) দিন-রাত (২৪/৭) দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং তথ্য সরবরাহ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ।

চিত্র ১১: দুর্যোগ সহনশীল ঘর।

চিত্র ১২: কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় নির্মিত দুর্যোগ সহনশীল বাসগৃহ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) শাহ্ মোহাম্মদ নাছিম, এনডিসি সহ অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চলে

নির্মীয়মান ৫৫০টি মুজিব কিল্লার মডেল

উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মডেল

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-এর মিডিয়া সেল কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। যোগাযোগ : ৯৫৪০১৩৪
ই-মেইল : mediacell@modmr.gov.bd